3.2. জ্ঞান কমিশন ও উচ্চশিক্ষা (Knowledge Commission and Higher Education)

ভারতবর্ষকে বিশ্বজ্ঞানের কেন্দ্র বা Global Knowledge hub রূপে গড়ে তোলার লক্ষ্যে তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী **ড. মনমোহন সিং**-এর সৌজন্যে 2005 খ্রিস্টাব্দে জাতীয় জ্ঞান কমিশন গঠিত হয়। আমাদের ব্লুপ্রিন্ট প্রণয়ন করার দায়িত্ব জ্ঞান কমিশনের উপর অর্পণ করা হয়। কমিশনের ফোকাসের মূল কেন্দ্রবিন্দু ছিল পাঁচটি:

1. জ্ঞানরাজ্যে প্রবেশের হার বাড়ানো (Enhancing access to Knowledge)।
2. যেসব প্রতিষ্ঠানে জ্ঞানের ধারণা সম্বন্ধে শিক্ষা দেওয়া হয় তাদের পুনরুজ্জীবন (Reinvigorating institutions where knowledge concepts are imparted)।

Scanned with CamScanner

3. জ্ঞানের উৎপাদনের জন্য বিশ্বশ্রেণির পরিবেশ রচনা (Creating a world c environment for creation of knowledge)।
4. ধারণযোগ্য ও অন্তর্ভুক্তিমূলক বৃদ্ধির জন্য জ্ঞান প্রয়োগের উদ্যোগ গ্রহণ (Promo applications of knowledge for sustained and inclusive growth
5. উৎকৃষ্ট মানবসেবা প্রদানের জন্য জ্ঞানের প্রয়োগমূলক ব্যবহার (U knowledge applications in efficient delivery of public service

জাতীয় নলেজ কমিশন আশা প্রকাশ করেন যে, তাদের প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি ক্ষেত্রে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলবে—1. জ্ঞানতত্ত্ব, 2. অসাম্য ও 3. উন্নয়ন। আমা জনসংখ্যা সংক্রান্ত চিত্র থেকে কমিশনের আশা 25 বছরের নীচে 550 মিলিয়ন মানুষের খ্রিস্টাব্দের মধ্যে বিশ্বের কর্মজীবীদের এক-চতুর্থাংশ হয়ে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে। এর কমিশন শিক্ষা ও দক্ষতা বিকাশের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যক্রম রচনার প্রয়োজনীয়তার কথা বলে আজকের বিশ্বে জ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রবেশাধিকার অসাম্যের উৎস ও প্রকাশ—In toda world, access to knowledge is the source and manifestation of dispar

শিক্ষার সুযোগ ও পশ্চাৎপদদের বিশেষ সুবিধা প্রসারণ এবং বিশেষত অন্তর্ভুক্তিমূ সমাজ গঠনের জন্য নলেজ কমিশনে সুপারিশ করা হয়েছে। সবশেষে দেশের উন্নয় ধারাকে ত্বরান্বিত করতে নতুন ভাবের উদ্ভাবন, উদ্যোগ গ্রহণ ও উন্নয়নশীল অর্থনী জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করার কথা বলা হয়েছে।

তা ছাড়া, উৎকৃষ্ট জনসেবা প্রদানের জন্য e-governance platforms বা বৈদ্যু পরিচালনা মঞ্চ নির্মাণ করতে হবে যাতে নাগরিক সরকারের সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়

3.2.1. জাতীয় নলেজ কমিশনের গঠন (Formation of National Knowledge Commission)

2005 খ্রিস্টাব্দের 13 জুন জাতীয় স্তরে এক সরকারি বিজ্ঞপ্তি অনুসারে নির্দিষ্ট কয়ে শর্তসাপেক্ষে নলেজ কমিশন গঠিত হয়। শর্তগুলি হল—

1. আন্তর্জাতিক স্তরে একবিংশ শতাব্দীতে জ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে ভার প্রতিযোগিতামূলক স্তরে প্রতিষ্ঠা।
2. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জ্ঞানের দ্বার খুলে দেওয়া।
3. বৌদ্ধিক শর্তাধিকারের ভিত্তিতে ম্যানেজমেন্ট প্রতিষ্ঠানের উন্নতি ঘটানো।
4. কৃষি ও শিল্পে জ্ঞানের প্রসার ঘটানো।
5. জনগণের স্বার্থে জাতীয় সরকারের সেবামূলক মনোভাবের সম্প্রসারণ, বিনিম উন্নয়ন কৌশলের উন্নতি ঘটানো।

3.2.2. জাতীয় নলেজ কমিশনের উদ্দেশ্য (Objectives of NKC)

নলেজ কমিশনের উদ্দেশ্য হল সমাজের দ্রুত পরিবর্তনশীল জ্ঞানের বিকাশ ঘটা প্রচলিত জ্ঞানের উন্নয়ন এবং নতুন ধারার সৃজনশীল জ্ঞানের প্রসার। এই উদ্দেশ্যে কমি

Scanned with CamScanner

যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা হল শিক্ষা পদ্ধতির উপর জোর দেওয়া। স্বাস্থ্য, শিল্প ও কৃষিতে বেসরকারি উদ্যোগ ও গবেষণাকে কাজে লাগানো। সরকারিভাবে গণমাধ্যম ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দ্রুত উন্নতি ঘটানো। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে জ্ঞানের ক্ষেত্রে আলাপচারিতা ও কৌশলের বিনিময় করা।

3.2.3. নলেজ কমিশনের উপদেষ্টা ও সদস্যবৃন্দ (Advisors and Members of NKC)

এই কমিশনের প্রধান উপদেষ্টা হলেন **ড. অশোক কোলাসকর** (VC, Pune University), **এস রঘুনাথন, শ্রীমতী কুমদ বনশাল, কিরণ দাতার**। এ ছাড়া অন্যান্য উপদেষ্টাও আছেন, যেমন—**সুনীল বাহারী, নমিতা ডালমিয়া, মায়া প্রধান, অসীমা শেঠ** প্রমুখ বিশিষ্ট চিন্তাবিদ। নলেজ কমিশনের সদস্যরা হলেন **স্যাম পিত্রোদা, ড. অশোক গাঙ্গুলি, ড. জয়তী ঘোষ, দীপক নায়ার, অমিতাভ মালটো** প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ। কমিশনের চেয়ারম্যান হলেন স্যাম পিত্রোদা।

স্যাম পিত্রোদা-এর মতে, মেধা আয়োগের আসল চ্যালেঞ্জ হল লোকাল গোষ্ঠীগুলি ও অন্যান্য বিভিন্ন অংশীদারদের সংযুক্তকরণ এবং ক্ষমতায়নের মাধ্যমে উপযুক্ত পরিবেশ রচনা করা ও এই সঙ্গে কার্যকরী যৌথ মডেল গড়ে তোলা। একবিংশ শতকে দেশের জনগণের বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধির জন্য পাবলিক প্রাইভেট অংশীদারিত্ব এবং আকাডেমিক, শিল্প ও লোকাল গোষ্ঠীগুলির মধ্যে অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে নলেজ প্রতিষ্ঠানগুলির পরিকাঠামোগত পরিবর্তন আনতে হবে।

কমিশনের কাছে, আমাদের দেশের জ্ঞানের ক্ষেত্রে চ্যালেঞ্জগুলি হল প্রসার, উৎকর্ষ ও অন্তর্ভুক্তিকরণ। ভারতে 18-24 বছর বয়সিদের উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রবেশের হার শতকরা 8/10 ভাগ, সেখানে অন্যান্য উন্নয়নশীল দেশে তা শতকরা 25 ভাগ। উচ্চশিক্ষার বিভিন্ন ক্ষেত্রে উৎকর্ষের মান অসম—তাই সরকারি ও অসরকারি ক্ষেত্র যাই হোক না কেন, শিক্ষার মান খুবই নিম্ন।

সরকারি সাহায্যপ্রাপ্ত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে শিক্ষকের সংখ্যা ও তাদের গুণমান এবং প্রাপ্তব্য পরিকাঠামোকে কেন্দ্র করে নানা সমস্যা আছে। তা ছাড়া অন্তর্ভুক্তিকরণের চ্যালেঞ্জ গ্রহণের পক্ষে উচ্চশিক্ষাতন্ত্র যথেষ্ট উপযুক্ত নয়, পরিকাঠামো বেশ দুর্বল।

নথিবদ্ধকরণের হারের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজ্য, শহর ও গ্রাম, লিঙ্গ, জাতি, দরিদ্র, ধনী প্রভৃতির মধ্যে ব্যাপক অসাম্য রয়েছে।

3.2.4. জাতীয় নলেজ কমিশনের সুপারিশ (Recommendations of NKC)

মেধা আয়োগ গঠিত হওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় মানবসম্পদ উন্নয়নমন্ত্রী, একাদশ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ডেপুটি চেয়ারম্যান এবং বিভিন্ন বিষয়ে ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীদের নলেজ কমিশন (NKC) এ পর্যন্ত 22টি বিষয়ে পরামর্শ দিয়েছেন। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

Scanned with CamScanner

অনুবাদ, ভাষা, লাইব্রেরি, নেটওয়ার্ক, বিদ্যালয় শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা, উচ্চশিক্ষা, ডাক্তারি শিক্ষা, ম্যানেজমেন্ট, গণিত ও বিজ্ঞান, দূরাগত শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান প্রভৃতি বিষয়।

অনুবাদ (Translation): 2006 খ্রিস্টাব্দের 2 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং নলেজ কমিশনের উপদেষ্টা ও সদস্যদের নিয়ে অনুষ্ঠিত প্রথম সভায় অনুবাদের উপর গুরুত্ব প্রদান করেন। ভারতীয় বিভিন্ন ভাষায় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানভাণ্ডারের অনুবাদ যে জ্ঞান প্রসারের ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে এ বিষয়ে নলেজ কমিশন প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সহমত পোষণ করেন। এমনকি এ বিষয়ে জড়িত থেকে, প্রায় 2 লক্ষ বেকারের কর্মসংস্থান হওয়ার কথাও বলেন।

ভাষা (Language): 2006 খ্রিস্টাব্দের অক্টোবরে মনমোহন সিং নলেজ কমিশনের সদস্যদের সভায় ইংরেজি ভাষার উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে ভারতে মাত্র 1% মানুষ দ্বিতীয় ভাষা হিসেবে ইংরেজি ব্যবহার করে। বহু ছাত্রছাত্রী ভালোভাবে ইংরেজি না শেখার ফলে উচ্চশিক্ষা নিতে গিয়ে চরম সমস্যার সম্মুখীন হয়। এ বিষয়ে সরকারিভাবে বিভিন্ন সংস্থার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করে জাতীয় নলেজ কমিশন এই সিদ্ধান্তে আসেন যে, ইংরেজি জানা খুবই প্রয়োজন। তাই নলেজ কমিশনের পরামর্শ হল, ইংরেজিকে প্রথম ভাষা হিসেবে বিদ্যালয় স্তরে প্রথম শ্রেণি থেকে চালু করা উচিত। দ্বিতীয় ভাষা হবে মাতৃভাষা বা আঞ্চলিক ভাষা। জাতীয় স্তরে প্রথম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত এমনভাবে ইংরেজির উপর গুরুত্ব দেওয়া হবে যাতে দ্বাদশ শ্রেণির শিক্ষা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীরা ইংরেজি ও মাতৃভাষায় সমভাবে পারদর্শী হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় শিক্ষা (School education): নলেজ কমিশন দেশের বিভিন্ন জায়গায় তথ্য অনুসন্ধান করে 2008 খ্রিস্টাব্দের 3 ফেব্রুয়ারি বিদ্যালয় শিক্ষা সম্বন্ধে প্রতিবেদন তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রীর কাছে পেশ করেন। এর সারকথা হল—বিদ্যালয়ের গুণমান বাড়াতে হলে জাতীয় স্তরে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিলে চলবে না। কারণ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা, পঠনপাঠন ও শিক্ষক নিয়োগের প্রাথমিক দায়দায়িত্ব রাজ্য সরকারের, তাই গুণগত উৎকর্ষসাধনের উদ্দেশ্যে কেন্দ্র-রাজ্য যৌথ উদ্যোগকে কাজে লাগাতে হবে।

সকলের জন্য শিক্ষার অধিকার আইন (Right to education Act) মোতাবেক আর্থিক সহায়তার দ্বারা গুণগত মানের অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষার অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেবে কেন্দ্রীয় সরকার। বিদ্যালয় শিক্ষাব্যবস্থা নমনীয় হবে এবং স্থানীয় প্রশাসনকে যুক্ত করতে হবে। বিদ্যালয়ের পরিকাঠামো ও পরিবেশ উন্নত হওয়া উচিত। শিক্ষার গুণগত মানকে আরও সমৃদ্ধিশালী করার উদ্দেশ্যে বেসরকারি ও সরকারি বিদ্যালয়ের সহযোগিতা গ্রহণ করতে হবে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী উপস্থিতি অবশ্যই আশানুরূপ হওয়া দরকার। স্থানীয় স্কুল প্রশাসক ও সরকারি শিক্ষা বিভাগের সহযোগিতায় বিদ্যালয় পরিদর্শন প্রথার পুনর্গঠন প্রয়োজন।

বিদ্যালয়ের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল শিক্ষক। তাই যোগ্য ব্যক্তিকে শিক্ষকতার কাজে নিযুক্ত করতে হবে। শিক্ষা সংক্রান্ত কাজ ছাড়া অন্য কাজে তাদের নিয়োগ করা উচিত

Scanned with CamScanner

নয়। এমনকি ভোটের কাজ থেকেও তাদের মুক্তি দেওয়া উচিত। পঠনপাঠন অভিজ্ঞ শিক্ষকদের মতামত বিনিময়ের ব্যবস্থা থাকা দরকার।

শিক্ষক-শিক্ষণ ব্যবস্থাপনার গুরুত্ব অবশ্যই দিতে হবে। শিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিই শিক্ষকতার কাজে যোগ দেবেন। বিশেষ বিশেষ অত্যাধুনিক আবিষ্কৃত তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে পরিচয় ঘটানোর জন্য কর্মরত শিক্ষকদের শিক্ষণ ব্যবস্থাকে জোরদার করতে হবে। এই সঙ্গে প্রয়োজনমতো পাঠক্রম ও পরীক্ষাব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটতে হবে।

প্রতিটি স্কুলে তথ্য ও প্রযুক্তির ব্যবস্থা করতে হবে। বিশেষ করে কম্পিউটার শিক্ষা শিক্ষার্থী-শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মচারী সকল স্তরে কার্যকরী করতে হবে। সমাজের পশ্চাৎপদ অংশ যাতে স্বাভাবিক স্তরে উন্নীত হতে পারে সেদিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে।

এইভাবে নলেজ কমিশনের প্রস্তাবিত সুপারিশগুলি যদি কার্যকরী করা যায় তাহলে আমাদের লক্ষ্য পূরণ হবেই।

উচ্চশিক্ষা (Higher education): 2006 খ্রিস্টাব্দের 29 নভেম্বর জাতীয় নলেজ কমিশন উচ্চশিক্ষার উন্নয়নের ব্যাপারে যে বক্তব্য পেশ করেন তার মূলকথা হল স্বাধীন ভারতে আর্থিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে উচ্চশিক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। অথচ আজও ভারতে 7 শতাংশ মাত্র উচ্চশিক্ষা লাভ করে। কিন্তু প্রতিটি শিশুর উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে প্রবেশের অধিকার সমান। কেন উচ্চশিক্ষার প্রসার ঘটছে না—এ বিষয়ে নলেজ কমিশন সরকারি ও বেসরকারি স্তরে অনুসন্ধান করেন এবং নিম্নরূপ পরামর্শ দেন:

1. অনেক বেশি পরিমাণে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এখনকার জনসংখ্যার অনুপাতে অন্ততপক্ষে 1500 বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলে 2015 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে 15% শিশুর উচ্চশিক্ষার সুযোগ থাকবে।
2. উচ্চশিক্ষার প্রবেশাধিকারে যে কঠোর নিয়মকানুন প্রচলিত আছে তা শিথিল করা প্রয়োজন।
3. উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে অর্থনীতির উদারীকরণ প্রয়োজন। সরকারি ও বেসরকারি উভয় উদ্যোগেই উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে হবে।
   - শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ব্যয়ভার বহনের ক্ষেত্রে উভয় উদ্যোগকে সমহারে কাজে লাগাতে হবে।
4. শিক্ষার গুণগত মান ধরে রাখার জন্য পথপ্রদর্শক হিসেবে ভারতবর্ষে অন্তত 50টি জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে তুলতে হবে।
5. বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয়গুলির পুনর্গঠন করা দরকার। অন্তত 3 বছরে একবার পাঠক্রমের সংস্কার প্রয়োজন।
   - মূল্যায়নের ক্ষেত্রে বাৎসরিক পরীক্ষার সঙ্গে অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে।
   - শিক্ষকদের বেতন কাঠামো ও অন্যান্য সুযোগসুবিধা আশানুরূপ হতে হবে।
   - প্রশাসনিক ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা বজায় রাখতে হবে।

Scanned with CamScanner

- গুণমান বৃদ্ধির লক্ষ্যে কলেজগুলির মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক মনোভাব জাগিয়ে তুলতে হবে।

6. আর্থিক কারণে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে যেন কোনো বিদ্যার্থী বঞ্চিত না হয়, সেদিকে লক্ষ রাখতে হবে। সংরক্ষণ অবশ্যই থাকবে তবে তা হবে আর্থিক, লিঙ্গ, ধর্ম ও বসবাসের স্থানের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে। উচ্চশিক্ষা সম্পর্কে জাতীয় নলেজ কমিশনের দৃঢ় বিশ্বাস হল—যদি আর্থিক ও সামাজিক দিকে সত্যিকারের উন্নয়নশীল ভারতবর্ষকে 2025 খ্রিস্টাব্দের মধ্যে গড়ে তুলতে হয়, তাহলে উচ্চশিক্ষার উন্নয়নে এটাই হল উপযুক্ত সময়।

Scanned with CamScanner